R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা চৈত্র, বুধবার, ১৪১৫ সাল।
১৮ই মার্চ, ২০০৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রাজ্য রাজনীতির বাতায়নে জঙ্গিপুর আজ কোন্ পথে ?

স্বপন ব্যানার্জী : রাজ্য রাজনীতির বাতায়নে ভাঙ্গা গড়ার খেলায় কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট অশনি সংকেতের সামিল। প্রকৃতপক্ষে গোটা রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভূমিকা দুর্বল। তৃণমূল কংগ্রেসের সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের পর পরই পৌরসভা ও এলাকাভিত্তিক ঐ অঞ্চলের পঞ্চায়েতের দখল এবং বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের ভোট প্রমাণ করে সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তৃণমূলের। সে অনুপাতে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল। তাই কংগ্রেসের অসংখ্য কর্মী ও নেতা তৃণমূলে চলে যাচ্ছে নিরাপদ নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় থাকার আশায়। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার, সোমেন মিত্রের জন্য তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল, তাঁকেই তৃণমূলের প্রার্থী করলেন মমতা। অনেকে ভাবছেন মমতার জয়, অনেকে ভাবছেন কংগ্রেস আরও টিমটিমে হয়ে যাবে পশ্চিমবাংলায়। সেই জায়গায় তৃণমূল প্রবল সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে উঠে আসবে আগামী দিনে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহামিছিলে জনসমাগম আশার বাইরে—মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই (এম) প্রার্থী মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য গত ৯ মার্চের মহামিছিলে জনসমাগম দেখে অভিভূত হন। তিনি জানালেন —'কুড়ি হাজার মতো জমায়েত আশা করলেও তার থেকে অনেক বেশী মানুষ এই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছেন। তিনি জানান—এলাকায় নির্বাচনী অর্থ সংগ্রহ অভিযানে ৫, ১০, ২০ টাকার কুপনে ৭৫% বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ চলছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। কপটার, টাকার জৌলুস বা তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে ভোট হয় না। মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন। আমরা কেবলমাত্র ভোটের সময় গ্রামে ঘুরি না। নিয়মিত যোগাযোগ আছে এলাকার মানুষের সঙ্গে। তিনটি ব্লকে ৩৫১টি বুথে প্রচার চলছে। কর্মীরা পুরো দমে কাজে নেমেছেন। এলাকাভিত্তিক নির্বাচনী কার্য্যালয় খোলা হয়েছে। বুথ কমিটি করেও এলাকায় বাড়ী বাড়ী প্রচার চলছে। ১৫ মার্চ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে রঘুনাথগঞ্জে রবীন্দ্রভবনে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষা সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করে গেছেন। বড় মাপের নেতাদের দিয়ে নির্বাচনী সভা করার এখনও কিছু ঠিক হয়নি। ৫১% ভোটে জিতব আশা করছি। এক সাক্ষাতকারে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এই খবর জানান।

চরম গণ্ডগোলে বামফ্রন্ট কমিটি গঠন হল না

নিজস্ব সংবাদদাতা : শুরুতেই জোর হোঁচট খেলেন সুতী-১ এর বামফ্রন্ট আহ্বায়ক সিপিআই (এম) এর জেলা কমিটি সদস্য দিলীপ পান্ডে। গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরে বামফ্রন্ট কমিটি গঠনে সভা করতে গিয়ে গত ১৪ মার্চ পার্টি আফসে দিলীপবাবু (শেষ পৃষ্ঠায়)

দোলের দিন নৃশংস হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা গ্রামে গত ১১ মার্চ দোলের দিন বেলা ৩টা নাগাদ পারিবারিক গন্ডগোলের জেরে নবকুমার ঘোষ (গুন্ডু) নামে এক ব্যক্তি খুন হন। জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিবাদ অনেক দিনের বলে খবর। ঘটনার দিন ডাকু ঘোষ, ষষ্ঠী ঘোষ ঐ (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের কর্মী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল গ্রামে গত ১৪ মার্চ কংগ্রেসের এক কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রশিক্ষণ দপ্তরের অন্যতম সদস্য দেবপ্রসাদ রায়। সভায় ঐ ব্লকের প্রতিটি বুথ কমিটির সভাপতি পোলিং এজেন্ট, ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি, ও অঞ্চল কংগ্রেসের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬. মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩০২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

॥ হায়রে জলচুক্তি ! ॥

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর মেয়াদী গঙ্গার জলবন্টন চুক্তি বার বৎসর অতিক্রান্ত করিয়াছে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের কোনও মতামত লওয়া হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছিল। তেমনই রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর ও জলসম্পদ দপ্তরকে উক্ত চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় ডাকা হয় নাই। নদী বিশেষজ্ঞ অথবা বন্দর বিশেষজ্ঞ—কোন পক্ষের বক্তব্য যে থাকিতে পারে, তাহা আদৌ ভাবা হয় নাই। নিছক এক অবাস্তব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী গঙ্গার জলবন্টন চুক্তি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের পর নানা প্রতিবাদের ঝড় উঠে হুগলি নদীতে জলাভাব তথা কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ক্ষতির কথাও বলা হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্য অর্থমন্ত্রী নানাভাবে দেশের মানুষকে সমঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভাবনা-চিন্তার কোনই কারণ নাই। প্রধান-মন্ত্রীও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ভাগীরথী নদী ক্রমশঃ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছে। আগামীতে মহকুমায় তীব্র জলাভাব দেখা দিবে সন্দেহ নাই। অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামিয়া যাওয়ায় পানীয় জলের নলকূপগুলি অচল হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোথাও সেচকার্য্য এবজন্য ব্যাহত হইতেছে। ভাগীরথীর জল কমিয়া গেলে মহকুমা শহরে পানীয় জল সরবরাহ বিপর্যস্ত হইতে পারে।

সেই সময় রাজ্যের সেচ সচিব কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের তীব্র জলাভাবের কথা জানাইয়া জলচুক্তি কার্যকর করিবার বিষয়টি অপাতত স্থগিত রাখিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকও জলচুক্তির পুনর্বিবেচনা চাহিয়া বলিয়াছিলেন, জলের প্রবাহ না বাড়াইলে চুক্তি অনুযায়ী জলবন্টন সম্ভব হইবে না। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রীকে যৌথ নদীকমিশনের বৈঠক ডাকিবার প্রস্তাবও দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও জানা গিয়াছিল যে, সেই সময় কেন্দ্রীয় বিদেশ দপ্তর জল চুক্তি মানিয়া লইতে নারাজ হইয়াছিলেন তাহাতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে পারে বলা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠুক, ফসল উৎপাদন, নদীর নাব্যতা, কলিকাতা বন্দরের অবস্থা চুলায় যাক, আন্তর্জাতিক বাহবাপ্রাপ্তিই বোধ হয়, সেই সময় বেশী কাম্য ছিল।

ঐতিহাসিক এই জলচুক্তিতে বাংলাদেশ সরকার বেশ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। চুক্তির কোনওরূপ ব্যত্যয় হইলে এই সরকার সহ্য করিবে কেন ? বাংলাদেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলে এক আন্তর্জাতিক ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একদিকে আজাদ কাশ্মীর-ক্ষত লইয়া ভারত ভুগিতেছে ; অপরদিকে এই জলচুক্তির বিষয় যদি যুক্ত হয়, তবে তাহা ষোলকলা পূর্ণ করিবে।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী সেই সময় জলচুক্তির ব্যাপারে কত ভাল ভাল কথা শুনাইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ভাগীরথীতে কোনও দিন জলাভাব হইবে না, এবং ভুটানের সংকোশ নদী হইতে খাল কাটিয়া জল সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখা হইবে বলিয়াছিলেন অর্থমন্ত্রী। রাজ্য অর্থমন্ত্রীর সান্ত্বনা আজ পরিহাসে পর্যবসিত হইয়াছে। হালফিলকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ-নীতি যে পথ ধরিয়াছে, তাহার পরিণাম যে কী, অদূর ভবিষ্যতই তাহা বলিয়া দিবে।

কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

সন্দিগ্ধবাদী উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ বলে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসার নানান চমকপ্রদ কাহিনী রয়েছে। যখন তাঁর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতীত জন্মায় রামকৃষ্ণদেবের কৃপায়, তখন তাঁর মনে কেবলমাত্র সাধনার দ্বারা মুক্তি লাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা গুরু রামকৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করতেই গুরুর কাছে মিললো সস্নেহ তিরস্কার। তিনি বললেন যে সে কোথায় বিরাট মহীরুহের মত কত শত তাপিত মানুষকে আশ্রয় দেবে তা না করে নিতান্ত স্বার্থপরের মত আত্মমুক্তির চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। আমার মনে হয় এটাই হলো বিবেকানন্দের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এই ভৎর্সনামিশ্রিত উপদেশের মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ধর্মাচরণ ও কর্মপন্থার গতিপ্রকৃতির সূত্রের সন্ধান পেয়ে গেলেন, যার কেন্দ্রে রইলো 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এর মহানাদর্শ। আর তিনি যে জগতের হিতের কাজটি অধ্যাত্মমার্গে বিচরণের পাশাপাশি করতে সক্ষম হবেন সেটা মহান দ্রষ্টা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভক্ত শিষ্যদের বলেছিলেন—'যে সব শক্তির একাটমাত্র বিকাশের ফলে মানুষ জগদ্বিখ্যাত হতে পারে নরেনের ভিতর ঐরূপ আঠারোটি শক্তি বিদ্যমান।'

তাই বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর বিবেকানন্দের প্রধান কাজ ছিল কালবিলম্ব না করে গুরুদেবের বাণীকে সংঘবদ্ধভাবে রূপদানের কাজে লেগে পড়া। অনুভব করলেন এমন একটি সংঘের যে সংঘ প্রণালীবদ্ধভাবে কার্যপরিচালনা করবে কেননা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘশক্তির বিকল্প নেই—'সংঘশক্তিঃ কলৌযুগে।' এর ফলশ্রুতিতে গঠিত হলো রামকৃষ্ণ মিশন এ্যাসোসিয়েশন (১৮৯৭ খৃঃ)

(৫ম পৃষ্ঠায়)

এ দেশের বুকে

স্বরণ দত্ত

এ দেশের বুকে লুব্ধ চোখের খেলা
ইতিহাসের মাঠে রক্তহোলিতে মত্ত
মায়ের দেহ আজ লাশকাটা ফালা ফালা
মানুষের ঘরে ওরা চেতনালুপ্ত চিত্ত।

আমরা দেখাই সহিষ্ণুতার নজীর
ভাঙেচুরে কত সাধনালব্ধ তীর্থ
গালভরা হাসে এ মাটির শত উজীর
মানুষ চিনতে ভারতভূমিতো ব্যর্থ।

ব্রিটিশরাজ তো আদর্শ ধূর্ত শেয়াল
ওদের দূরদৃষ্টির সত্যি জবাব নেই
'স্বাধীনতা' চিবোতে শক্ত ভারি চোয়াল
রাজনীতি ভোটের খেলা আজও তো চলছেই।

দেশের এ দুর্দিনে ভোটের বাদ্যি বাজে
বিপুল খরচে নাকি জাগবে মন্দা বাজার
শুধু 'ভেককথা' কর্ণধারের কথায় ও কাজে
মাট নিয়ে ছেলেখেলা এক ক্ষমাহীন পাপ।

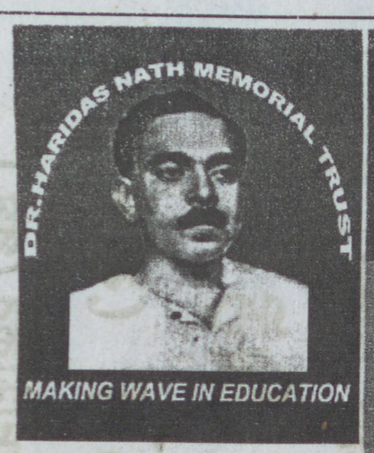

KAMAL KUMARI DEVI MODEL SCHOOL

NURSERY , K.G.,CLASS I TO VI

Followed C B S E Curriculum

New Generation School For Your Child

Session :-2009 -2010

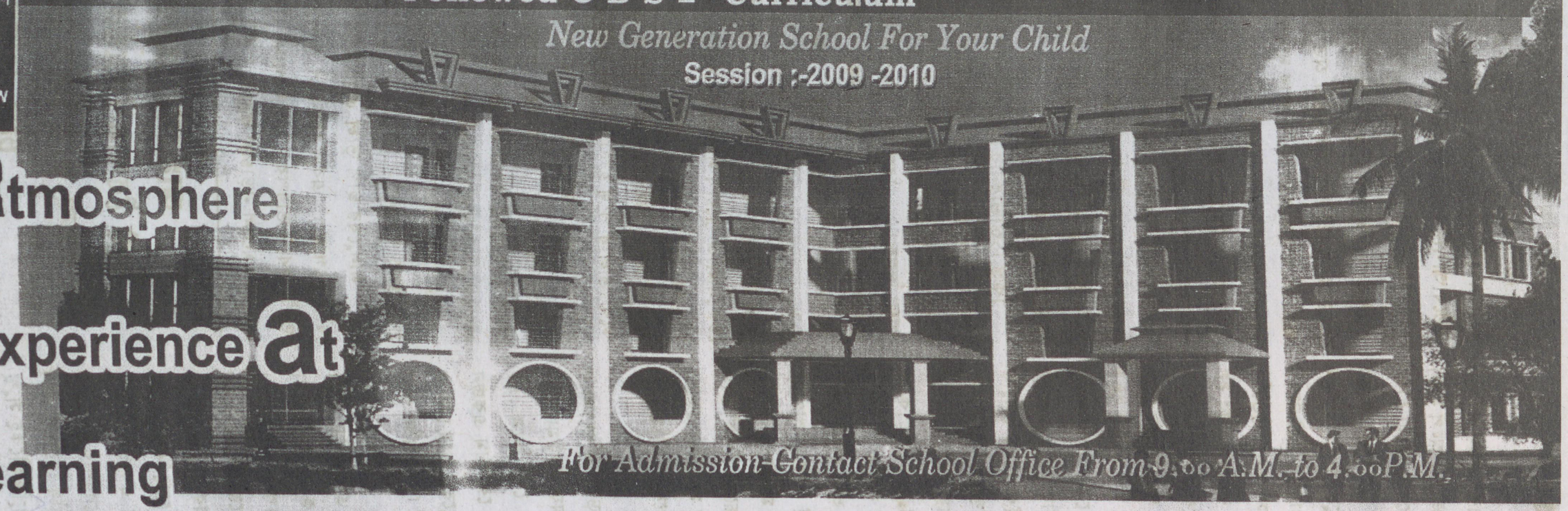

great atmosphere

best experience at

total learning

For Admission Contact School Office From 9.00 A.M. to 4.00P.M.

- Ideal Location
- Modern Building
- Latest Amenities
- Holistic Education
- National Curricuium
- Environment Friendly

- Regular Assessments
- Refined Teaching Methods
- Well maintained large campus
- Bengali or Hindi as 2nd Language
- Airy Classrooms with natural light
- C0-educational English Medium School

- Limited Seats
- Moderate Fees
- School Transport
- Personalized Attention
- Well Stocked Library and Laboratories
- Computer education and Computer aided learning

Prospectus and application form are available at the school campus

Haridasnagar,Raghunathganj, Murshidabad

Contact No. : 03483271472, 9836241372

ধ্বংসের পথে আরও দু' কদম

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

সেদিন আর কত দূরে ? যেদিন মানুষের নিজের সৃষ্টির কাছেই পদানত হবে মানুষ—না আর কল্পবিজ্ঞানের অল্প সল্প গল্প নয়, একদল বিজ্ঞানী রীতিমতো তাল ঠুকছেন, তারা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন যে, এই শতাব্দীই শেষ, এর পরের শতাব্দীতে অতি মানবিক দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তৈরী যন্ত্রের হাতেই বাজবে মানুষের মৃত্যুঘন্টা। না—রোবট টোবট নয়—অ্যাসিমভের গল্পের পাতা ছেড়ে হাতেকলমে সেই যন্ত্র তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমনটাই দাবী করছেন ডঃ রয় কুরজওয়েল। না এঁর কথা হেলাফেলা করার কোন কারণ নেই। ১৯৮০ তে এই কুরজওয়েলই বলেছিলেন, চলতি শতাব্দীতে এমন যন্ত্র আসবে যার সাহায্যে অন্ধরা পড়তে পারবে। কয়েক বছর আগে সেই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯০ তে কুরজওয়েল বলেছিলেন দশ বছরে গোটা দুনিয়াতেই ইন্টারনেটের ব্যবহার অস্বাভাবিক হারে বাড়বে, ১৯৯০ তে ভারতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি এলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল সামান্য কয়েকটি স্থানে। আজ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের প্রয়োগ চলছে। কাজেই কুরজওয়েল হলেন এ যুগের খনা কিংবা নস্ট্রাদামুস। সেই কুরজওয়েল তার একটি বইতে সম্প্রতি লিখেছেন—'একটা সময় এসে যাবে যখন মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে জাগতিক এবং কর্মক্ষমতা কোন দিক দিয়েই কোন পার্থক্য থাকবে না।' তিনি আরও বলেছেন, সেই সময় মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব এবং তাগিদগুলির সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরী হবে এমন এক সত্তা যা বাস্তবে যন্ত্র হয়েও কাজ করবে মানুষের মতই। অতএব সেদিন আর বেশী দূরে নেই। কুরজওয়েল রীতিমতো অংক কষে বলছেন এই শতাব্দীই শেষ।

এই নিয়েই জুলাই মাসের মাঝামাঝি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেছিল এক আলোচনাচক্র। ফিউচার অফ হিউম্যানিটি ইনস্টিটিউট এর এই চারদিনের আলোচনা চক্রের শেষ দিনে এই নিয়েই রীতিমতো তোলপার হয়েছে। ডঃ নিক রোস্ট্রাম একজন দার্শনিক তথা গবেষক। তার দাবী, মানুষের চেয়ে চালাক এমন কিছু অস্তিত্ব মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হবে। যদি এমন হয় তবে গোটা মানব সভ্যতাই ধ্বংস হবে। সি এন এনে রোস্ট্রাম বলছেন, মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়ংকর এ জাতীয় কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। আর তার পারিণতি মারাত্মক। আমরা যা মানুষের আয়ত্ব তাই করলেই সবচেয়ে নিরাপদে থাকবো। মানুষের সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট অর্থাৎ যারা মানুষের চেয়েও চালাক যন্ত্র বানাতে চান তাদের এটা বোঝা উচিত যে বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার ন্যানোটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ সব পরীক্ষার পক্ষে ভাল—বাস্তবে ভয়ানক। এতই যখন গবেষণার শখ তবে বিজ্ঞানীরা মন দিন মানুষের দেহের গঠন রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এসব নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এই পৃথিবীকেই সুস্থ বাসযোগ্য করা হোক। প্রাকৃতিক নির্বাচন আর বিবর্তনের ধারণাকে ভুল পথে চালানোর অপপ্রয়াস বন্ধ করার পক্ষে জোরাল সওয়াল তুলেছেন ডঃ নিক রোস্ট্রাম।

কিন্তু তার কথায় কি আসে যায় ? খোদ পেন্টাগনই তো এ জাতীয় নানা গবেষণার অর্থ সরবরাহ করছে। ৪০ লক্ষ ডলার টাকা ঢেলেছে পেন্টাগন। আর তা দিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ণেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যৌথ উদ্যোগে নেমে পড়েছেন মানুষের মন বিশ্লেষণে। শুনে অবাক হবেন না—সে দিনও আর বেশী দূরে নেই। আপনার মাথায় একটা হেলমেট বসানো হবে—তার থেকে যোগ করা থাকবে অনেক তার। আর সেই তার যুক্ত থাকবে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে। যন্ত্র চালু হলেই পর্দায় ফুটে উঠবে আপনি কি ভাবছেন ?

তারপর ? পেন্টাগন প্রেরিত সৈন্যরা বন্দী করবে বিপক্ষ দেশের সৈন্যদের কাউকে। আর তার মুখ থেকে কথা বার করার জন্য আবু খাইবের জেলখানার অত্যাচারের প্রয়োজন নেই। যন্ত্রই করে দেবে তার কাজ। আর মানবাধিকার কর্মীদের মাথাব্যথা থাকবে না। আর মোমবাতি বিক্রেতাদেরও কষ্ট করতে হবে না। এর প্রধান দায়িত্বে আছেন মাইকেল ডি জুমরা। তার দাবী, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজে নিযুক্ত লোকদের প্রচুর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবে এ খবর ফাঁস হতেই কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, যেমন ভার্জিনিয়ার প্রতিরক্ষা গবেষণাগারের গ্লোবাল সিকিউরিটির প্রধান জন পাইক। তাঁর মত, এ গবেষণা আপাতত চিন্তাভাবনার স্তরেই রয়েছে।

কিন্তু চিন্তাভাবনার সেই গন্ডিটা কি রকম ? সেই কুরজওয়েল বলছেন, ইলেকট্রনিক্স এর চেয়ে মানুষের মস্তিষ্ক কয়েক লক্ষ গুণ ধীর। আর তার জোরে মানুষ এক সময় পারবে না যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে। বিপদের রোগব্যধির ওজর আপত্তি শুনে কুরজওয়েলের জবাব, বায়োটেকনোলজি আগামী দিনে মানুষের বয়সের বৃদ্ধি থামিয়ে দেবে। আর সমস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও তাদের দখলে চলে যাবে। তার দাবী, এর আগে দেহের ভিতরে কত কিংবা টিউমারের স্থান নির্ধারণে ন্যানোটেকনোলজি প্রয়োগ সাফল্য পেয়েছে। পার্কিনসন ব্যধির নিরাময়ে মস্তিষ্কে মটরদানার আকারের চিপস্ বসালে নিউরনের জটিলতা হ্রাস পাচ্ছে। এসবই কুরজওয়েলের ভাষায় মানুষকে যন্ত্রনির্ভর করে তোলার পথে হাঁটা। আর এরই শেষ ধারা মানুষ আর যন্ত্র দুইয়ের মধ্যে কোন ফারাক না রাখা—কারণ ? কুরজওয়েলরা বলছেন, এ জগতে শেষ কথা হলো বুদ্ধিমত্তা—যার বুদ্ধি কম অর্থাৎ মানুষদের এবার যাবার পালা আসন্ন। আর যে কেউ বলছেন মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ এর কথা—সর্বনাশের কান্ডারীরা বলছেন যে কোন বিষয়েরই ভাল খারাপ দুইই থাকে। প্রযুক্তিরও আছে।

মানুষের ছাপ তুলে একই রকম মানুষ বানানোর প্রযুক্তি বেরিয়ে গেছে। এবার বের হবে মানুষের চেয়েও উন্নত কিছু তৈরী করা—তারপর ? আগামী দিনের সায়েন্স সিটিতে মানুষের মডেল নড়াচড়া করবে। □

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

নির্বাচনের নেশা

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

দশ বৎসর পূর্বে পরের ভোট নিয়ে নিজের মান মর্য্যাদা পাওয়া ছাড়াও বেশ কিছু উপার্জন যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে সব প্রার্থী ১৯৫৭ অব্দের নির্বাচনে মার খেয়েছিলেন, গত পাঁচ বৎসর জীবন্তে মড়া হ'য়ে পরের ভোটাভুটির দিনের অপেক্ষায় ছিলেন। যাঁরা কোন বারই গদিতে বসিতে পারেন নাই, তাঁরা গদির মজা কিছু জানেন না, কাজেই "দুত্তোরি! ও কাজে মানুষ যায়! যার ছায়া ছোঁওয়া গেলে গঙ্গা স্নান করতে হয় তারও খোসামোদ করা আমার পোষাবে না!" এই বলে হতাশ শেয়ালের মত আঙ্গুরকে টক বলে ওদিকে মুখ করে নি। আবার 'ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়" প্রকৃতির "হামসে দিগর নাস্তি" দাম্ভিক ব্যক্তিও আছেন, যিনি নির্বাচনে কখনও বিফল-মনোরথ হন নাই, অথচ নিজের অকার্য্য কুকার্য্য স্মরণ করিয়া প্রত্যেক নির্বাচনে নিজের পরাজয় আশংকা করিয়া অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন, যে তাঁহার নিজের উপর নিজেরই বিশ্বাস নাই। এই প্রকৃতির লোকও খুঁজলে পাওয়া যাবে। প্রত্যেক অপরাধের সময় তর্ক করিয়া বলেন—বেশ আমাদের বাহাদুরী দেখবে ব্যালট বক্সে! এই প্রকৃতির নেতা যে কখনও ঠেকিয়া শেখেন না এমন নহে। বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইবেন—এই স্পর্দ্ধা করিয়াও মনে মনে ভাবিলেন—এবার বোধ হয় মুসলমানেরা আমায় ভোট দিবে না। মোস্লেম প্রীতি প্রচার করিতে সুরু করিলেন—আমাদের "সিকিউলার" ষ্টেট কোন ধর্মের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব নাই একজন ইহাকে বর্ণনা করিয়াছিলেন—ইনি সর্ব ধর্মাবলম্বী, একে ইব্রাহিম ধর্মাবলম্বী বলা চলে। ইশাহীর ই, ব্রাহ্ম ধর্মের 'ব্রা', হিন্দুর "হি" মহম্মদীর "ম"। ৪ ধর্ম মিলে "ইব্রাহিম" ধর্ম বলা চলে। এই প্রচারের পর মুসলমানের মসজিদে মসজিদে ইশ্লাম তোষণের বচন দিয়া শেষ অবধি ৫৪০ ভোটের ব্যবধানে ইজ্জৎ বজায় ছিল। এবারের নির্বাচনে খেয়াল উঠলো আমি যে কেন্দ্রে প্রার্থী হই, যদি অকৃতকার্য্য হই, দুই স্থানে প্রতিযোগিতা করা ভাল, একটা ফসকে গেলে আর একটা হতে পারে। লাগ ভেল্কী লাগ! দুই স্থানেই মার দিয়া। ভোটের আইনে ডুগী তবলা বাজান চলে না। পাখোয়াজ বাজাও খোল বাজাও। একটি ছেড়ে দিতে হবে। আবার এর জন্য উপনির্বাচন হবে। দেখুন আবার কার নসীব খোলে। সদস্যদের মন্ত্রীদের সব শপথ হয়ে গেল, স্বপথ না শপথ ঠিক বোঝা যায় না। যে রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা হলেন, সে রাজ্যকে অন্য রাজ্যে "মার্জার" (বিলীন) করা চলে তখন "শপথ" মানে যদি "প্রতিজ্ঞা" ধর তবে তার ইংরাজী OATH (ওত) কথাটা মানায় বেশ। ওত = আক্রমণের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করা। ওত পেতে থাক যা সুবিধা পাবে তা করবে। তা না হ'লে স্বাধীনতা কা'কে বলে।

[প্রকাশকাল : ১৩৬৮]

হাই কোর্টের বিচারপতি সম্বর্ধিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ল' ইয়ারস্ বার এসোসিয়েশনে উদ্যোগে গত ৯ মার্চ কোর্ট চত্বরে এক অনুষ্ঠানে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপন মুখার্জীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ আইনজীবী আবদুল হাকিম। উল্লেখ্য, তপনবাবু এক সময় জঙ্গিপুর বারের সদস্য ছিলেন।

কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ (২য় পৃষ্ঠার পর)

যার মূল উদ্দেশ্য হবে মানুষের হিতার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলেছেন এবং নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন সেগুলির সম্যক্ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক, বৈষয়িক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে সেই সব তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ অর্থাৎ শিবজ্ঞানে জীব সেবা। কিন্তু কর্মপন্থাটি গ্রহণ করার শুরুটি মোটেই স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত স্বামীজীর ভাবধারা ও কর্মপ্রণালীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম জীবনের সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন না। তাঁদের আপত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি প্রচারের বা সেবাব্রত গ্রহণের বিষয়ে ছিল না, ছিল সন্ন্যাসী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদেরকে ঐ কার্যে নামাবার চেষ্টায়। তাঁদের মতে জ্ঞানচর্চা, লোকশিক্ষা, আর্ত-অনাথের সেবা মায়া কেননা রামকৃষ্ণদেব এ সব করেননি। তাঁর উপলব্ধ মানবকল্যাণের কর্মচক্রের প্রতি বিরূপ মত পোষণে স্বামীজী কতটা বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর কিছু কথায় ধরা পড়ে। তিনি বুকে বড় ব্যথা নিয়ে বলেছিলেন, "কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমায় ভক্তিমুক্তি চায়? কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কী বলছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমঃকূপ থেকে মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি, যদি তাদের মধ্যে কর্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজি আছি। আমি রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাইনে। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করতে চায়, তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুর দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তিমুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।"

স্বামীজীর এই ভাবধারা ও কর্মপন্থা গ্রহণে ঐকান্তিক আগ্রহের মূলে ছিল তাঁর সুগভীর ও নিখাদ ভালবাসা দেশবাসীর প্রতি। তিনি দেখেছিলেন পরাধীনতা ও অজস্র সংকীর্ণতা, অশিক্ষা, দারিদ্র ইত্যাদির আগলে আবদ্ধ আর্তপীড়িত তাপিত কোটি কোটি ভারতবাসীর করুণ অসহায় অবস্থা। তাদেরকে কীভাবে এই দুর্গতির খাদ থেকে টেনে তোলা যায়—এই চিন্তাই তাঁকে সর্বদা অস্থির করে তুলতো। আর এই চিন্তাই যে তাঁর চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে যাওয়ার মূল তাড়না সে কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জগৎসভায় ভারতের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে ধনী ও গণতন্ত্রপ্রেমী ইউরোপ ও আমেরিকার সহানুভূতি আদায় করতে ভারতবাসীদের প্রতি। স্বামীজী চেয়েছিলেন বেদান্তের তত্ত্ব কেবল অরণ্য বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না, দরিদ্রের কুটীরে, বিদ্যালয়ে, মৎসজীবীর গৃহে সর্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হবে। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা—"আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখের জল মোছাতে পারে না, বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না।"

স্বামীজী চেয়েছিলেন ধর্মভিত্তিক ত্যাগ ও সেবা অবলম্বনে ভারতে নতুন জাগরণের সূত্রপাত করতে, আর সেই আন্দোলনের পুরোভাগে রেখেছিলেন সেবাব্রতী সন্ন্যাসীদের। অবশ্য তাঁর আদর্শটি সংকীর্ণতাবর্জিত ছিল কেননা তিনি তো ছিলেন বিশ্বমানবতার প্রতীক। দার্শনিক পন্ডিত রোঁমা রোঁলা লিখেছিলেন—"ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে বিবেকানন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘটির প্রকৃতি ছিল ভগবৎপ্রেরণাপ্রসূত সমাজসেবামূলক, নরনারীর সেবাভাব প্রণোদিত ও বিশ্বজনীন।

গণনাট্য উৎসব—২০০৯

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ রূপকার শাখার উদ্যোগে গত ১ মার্চ স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে গণনাট্য উৎসব—২০০৯ পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক নেতা অরুণ মুখার্জী। অনুষ্ঠানে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও কোলকাতার বিশিষ্ট নাট্যকার অনুজন দাশগুপ্তকে সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অঙ্কন ও সলিল চৌধুরীর গানের উপর একাঙ্ক নৃত্যায়ন প্রতিযোগিতা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অরুণ মুখার্জী, মানিক চট্টোপাধ্যায়, আশিস রায় এবং ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়। সব শেষে কোলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'থিয়েটার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট' প্রযোজিত আমরা-তোমরা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

জঙ্গিপুর আজ কোন্ পথে ? (১ম পৃষ্ঠার পর)

একথা বিচক্ষণ রাজনীতিক সোনিয়া গান্ধী বা ভারতবর্ষের রাজনীতির চাণক্য প্রণব মুখার্জী বুঝতে পারার জন্যই আসন রফার মাধ্যমে জোটে আগ্রহী হয়েছেন। অনেকে বলছেন মমতা অস্থির চিত্তের। সমস্ত ব্ল্যাঙ্ক চেকে কি প্রণববাবুদের সই করতে হবে আসন রফার ক্ষেত্রে। শেষ পর্যন্ত রফায় কং—১৪, তৃণমূল—২৮। অন্যদিকে এন্টিইনকামবেনাস ও শাসক দলের পাইয়ে দেওয়ার শ্রেণী স্বার্থে প্রবল বিপর্যয় আসবে আগামী দিনের রাজনীতিতে। জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে কংগ্রেসের ব্যতিক্রমী মাত্রা পলাশী থেকে দার্জিলিং স্বঘোষিত অঞ্চল। একদিকে অধীর চৌধুরী অন্যদিকে প্রণব মুখার্জী কল্পতরু বৃক্ষের রূপ নিচ্ছে। কেন এ অবস্থা ? স্থানীয় শাসক দলের মধ্যে অনেক ফুটো চালুনের আকার নিয়েছে। কোথাও পঞ্চায়েত নেতার নামে একশো দিনের কাজের টাকা আত্মসাতের মামলা, কোথাও রাজনীতিকের ভাই এর নামে সাবমার্সেবেল, কোথাও স্কীম লোনে ট্রাকটার নিয়ে বিক্রি করে দেয়া, সাবসিডির টাকা ঘরে তোলা, বেকার ও দলের দুঃস্থ কর্মীদের দিকে কেউ তাকায়নি। দলের ভিতর এখন সৎ নেতা ২% তাদের চাপে হয়ত কেউ কেউ সাসপেন্ড হয়েছে বা বহিষ্কৃত। তাতে কিন্তু বিশ্বায়নের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের লোভ ঠেকাতে পারেনি দল। রিটায়ার করার পরও ছেলেদের চাকরী, মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া মাষ্টারমশাই ১০ হাজার টাকা পেনশনে ক্ষান্ত হননি। আপগ্রেডের স্কুলে ক্লাস সিক্সের ছেলে পড়িয়ে ৬ হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন। বেকার শিক্ষিত যুবকরা কেন এই জায়গায় বাদ পড়ল ? এই প্রশ্ন এখন দলের ভিতরে। একইভাবে দোকান, বাড়ী, পেনশন থাকা সত্ত্বেও বাড়ীর ছেলেদের চাকরী, মেয়ে—বৌদের পার্শ্ব-শিক্ষিকা, লোন, আর ডির লাইসেন্স। সব মিলে মিশে একটি পরিবারের রোজগার মাসে লক্ষ টাকা। সাধারণ বেকার ছেলেদের পরিবার পিছু একটি করে ৪/৫ হাজার টাকার চাকরি দিলে বেকারত্ব কিছুটা কমতো। দলে আরও সুসংহতি বজায় থাকতো। এখানেও নেতার কানে সব কথা পেঁছাই না। কিংবা দু'-একটি চাঁইচক্রের নিচু স্তরের নেতাই এগুলি বিলি বন্টন করে। ফলে অঞ্চল কেন্দ্রিক ও শহর কেন্দ্রিক ক্ষোভ ভোট বাজারে প্রভাব ফেলবে। আইন, আদালত, প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অনেক সরকারী কর্মচারী ও জমির দালাল আড়কাঠিরা যা খুশি তাই করছে। (চলবে)

কমিটি গঠন হলো না (১ম পৃষ্ঠার পর)

শরিকদল, আরএসপির প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়েন। ঐ সভায় আরএসপি দলের ত্রিশজন পার্টি সদস্য উপস্থিত ছিলেন ; তাঁদের নেতা ইমামুল হক সিপিএম এর দাদাগিরি ও ঔদ্ধত্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এলাকার বামফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্য দিলীপ পান্ডেকেই দায়ী করেন। বামফ্রন্ট মানুষের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য পাঁচ দফা দাবি রাখে। যার মধ্যে উল্লেখ্য সুতী ১ পঞ্চায়েত সমিতির আরএসপি দলের কর্মাধ্যক্ষদের এড়িয়ে যে সব স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিতে দলকে তিনি প্ররোচিত করেছেন, সেগুলি লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ইমামুল বলেন—বামফ্রন্ট আঁকড়ে থেকে কি লাভ, যদি শরিক দলের মানুষেরা পঞ্চায়েত সমিতির সুযোগ-সুবিধে না পান। প্রবল হট্টগোলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্টের কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি বলে খবর।

কংগ্রেসের কর্মী সভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিরা উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ নেন। নির্বাচনের নিয়ম পদ্ধতি, পোলিং এজেন্ট ও বুথ কমিটির সদস্যের কাজ ও সিপিএমের সাইনটিফিক রিগিং রোখা, ভোটযন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ; ভুয়ো ভোট ও অন্ধ ভোটারদের ক্ষেত্রে কি নিয়ম আছে এই সব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন দেবপ্রসাদবাবু। এ ছাড়া প্রণব মুখার্জীর সচিব প্রদ্যুৎ গুহ, সমর মুখার্জী, হাবিবুর রহমান, মহঃ সোহরাব প্রমুখ ঐ কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ব্লক সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামান

দোলের দিন নৃশংস হত্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামের করুণা সিংহের প্ররোচনায় দলবল নিয়ে নব ঘোষের বাড়ী চড়াও হন। সেখানে নবর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের অনুনয় বিনয়কে উপেক্ষা করে তারা নবকুমারের ওপর এলোপাথারি হাঁসুয়ার আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে নবকুমার ঘোষ মারা যান। গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসে। এখন পর্যন্ত একজনও গ্রেপ্তার হয়নি।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সব দিক থেকে নিরাপত্তায়—

॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ২৬৬০২৩

রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলি।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।